4

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

৭টি জেলায় শিক্ষাবঞ্চিত শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে

দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার প্রায় ২ লক্ষ এবং নীলফামারী জেলার প্রায় ৩৫ হাজার শিশু স্কুলে ভর্তি না হওয়ায় শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। খবর ইত্তেফাকের বাউফল ও নীলফামারী সংবাদদাতা পরিবেশিত।

বাউফল ।। দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলায় শিক্ষা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বরিশাল বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, এ বছর ৬টি জেলায় প্রায় ২ লক্ষ শিশু স্কুলে ভর্তি না হইয়া শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। জেলাগুলি হইতেছে পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় অফিসের এক জরিপ তথ্যে দেখা যায়, এই বছর উক্ত ৬টি জেলায় স্কুল গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা রহিয়াছে ১৩,৩৪,২১৬। উহার মধ্যে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত স্কুলে ভর্তি হইয়া লেখাপড়া করিতেছে ১১,৬৪,৬৩০ জন। বাকী ১,৬৯,৫৮৬ জন শিশু আদৌ কোন স্কুলে ভর্তি হয় নাই। '৯৭ সনে ৬টি জেলায় স্কুলে গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা ছিল ১৩,৩৩,৭০০। উহার মধ্যে স্কুলে ভর্তি হইয়া লেখাপড়া করে ১২,০২,২০০ জন। ঐ বৎসর বাকী ১,৩১,৫০০ শিশু কোন স্কুলে আদৌ ভর্তি হয় নাই। দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার '৯৩ সনে দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করিয়া বেশ কিছু কর্মসূচী হাতে নেয়। তাহাতে প্রতি বছর শিক্ষা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কথা। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলায় গত বছরের চাইতে এই

(১২ পৃঃ দ্রঃ)

৭টি জেলায় শিক্ষাবঞ্চিত

(৩য় পৃঃ পর)

বছর আরো ৩৮,০৮৬ জন শিশু শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

এই বছর উক্ত ৬টি জেলায় শিশু ভর্তির হার শতকরা ৮৮ দশমিক ৭৭ ভাগ। এই তথ্য সরকারী সূত্রের। বেসরকারীভাবে ভর্তির হার আরো কম। গত বছর ভর্তির হার ছিল শতকরা ৯০ ভাগ। ভোলা জেলায় শিক্ষা বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা সবচাইতে বেশী। ঐ জেলায় ভর্তির হার শতকরা ৭২ ভাগ।

শিশু জরিপকালে শিশুদের স্কুলে ভর্তি না হওয়া সম্পর্কে যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতেছে আর্থিক দৈন্যতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে রোগাক্রান্ত শিশু।

দক্ষিণাঞ্চলের উল্লেখিত জেলাসমূহের অধিকাংশই চরবেষ্টিত দুর্গম এলাকা। গ্রাম-গঞ্জে এখনও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া না উঠায় শিশুরা ভাঙ্গা বাঁশের সাঁকো আর কাঠের তৈরী জরাজীর্ণ পুল পার হইয়া জীবনের ঝুঁকি নিয়া স্কুলে যাইতে চায় না।

ইহাছাড়া চরবেষ্টিত দুর্গম জেলাগুলির ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। সাগর ও নদীর তীরবর্তী লোকের জাল আর নৌকা জীবন ধারণের অবলম্বন। মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসা তাহাদের পেশা। শিক্ষার প্রতি তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শিশুর ৬ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই মৎস্য শিকারে নৌকায় নিয়া যাওয়া হয়। বিশেষ করিয়া পটুয়াখালী, ভোলা ও বরগুনা জেলার সাগর তীরবর্তী একটি শিশু বাগদা ও গলদা সংগ্রহ করিয়া দৈনিক ১০০ হইতে ১৫০ টাকা পায়। ফলে অভিভাবক শিশুকে আর স্কুলে পাঠায় না। প্রত্যন্ত গ্রামে গরীব শিশুরা অধিকাংশই পুষ্টিহীনতায় ভুগিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ফলে রোগাক্রান্ত শিশুরা দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতার কারণেও স্কুলে ভর্তি হয় না।

সৈয়দপুর ।। নীলফামারী জেলার ৬টি থানার প্রায় ৩৫ হাজার শিশু এখনও স্কুলগামী নয় এবং গত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রায় ৬৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অনুপস্থিত থাকিবার চিত্র পাওয়া গিয়াছে।

১৯৯৭ সালের শিশু জরিপ প্রতিবেদনে জানা যায় যে, জেলার ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ, সদর ও সৈয়দপুর থানায় ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা হইতেছে ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬ শত ২২ জন। অথচ ইহার মধ্যে প্রথম হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা রহিয়াছে ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৫৮ জন। অর্থাৎ ৩৪ হাজার ৯ শত ৬৪ জন শিশু এখনও স্কুলে যায় না।

প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যায় যে, জেলার ৬টি থানায় ৪৭২টি সরকারী, ৪৩৮টি রেজিষ্টার্ড, ১৩৫টি বেসরকারী ও ১০টি স্যাটেলাইটসহ মোট ১০৫৫টি প্রাথমিক স্কুল রহিয়াছে। এই সকল স্কুলে ৯৭ সালে ১ম হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইয়াছে ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৬ শত ৫৮ জন। অথচ উক্ত বৎসর ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ২ শত ১৮ জন। এই হিসাবে দেখা যায় যে, অনুপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৬৬ হাজার ৪ শত ৪০ জন। ইহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৯ হাজার ৬ শত ৬ জন এবং ৩য় হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৪৬ হাজার ৮ শত ৩৪ জন অনুপস্থিত ছিল। অর্থাৎ অনুপস্থিতির হার শতকরা ২৭ দশমিক ৩৮ জন।

সরকার ২ হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিশুদেরকে স্কুলগামী করিবার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেও নীলফামারী জেলায় এই করুণ চিত্র প্রকটভাবে ধরা পড়িয়াছে। অপরদিকে জেলার ৬টি থানার ১৬টি ইউনিয়নের ২ শত ২২টি বিদ্যালয়ে 'শিক্ষর জন্য খাদ্য' কর্মসূচীতে প্রতিমাসে ১ শত ৬৬ মেঃ টন খাদ্য বরাদ্দ দেওয়া সত্ত্বেও অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। তাহাছাড়া এইসব প্রকল্পের খাদ্য সঠিকভাবে বিতরণ না করিবারও অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।